দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 03 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

068

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ১৯৮৭ সালের ফাজিল পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেছে। এই বোর্ড মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য এখনো কোন সুনির্ধারিত পাঠ্যসূচী দিতে পারেনি, উপরন্তু প্রতি বছরই পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করছে। এতে ছাত্রদের শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, নতুন করে বই-পত্র কিনতে গিয়ে আর্থিক সংকটেও পড়তে হয়।

এই নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠেয় ফাজিল পরীক্ষার্থীদের বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে আমরা কতিপয় সুপরিশের কথা উল্লেখ করলাম। আশা করি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখবেন।

প্রথমঃ সিলেবাসের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে "আরবী, ইংরেজী, উর্দু ও ফার্সী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের লেখা ও পড়ার মাধ্যম হবে বাংলা।" বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বিধায় একে আমরা চিরদিনই শ্রদ্ধাভরে মেনে নেব; কিন্তু এখানে আমাদের আপত্তির বিষয় হল মাদ্দরাসায় পড়াশুনা করে আরবীতে লেখার ইখতিয়ারটুকু থাকবে না এর চেয়ে দুঃখজনক সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ তাফসিরের প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে মান বন্টনের ২য় কলামটি যেমন দুর্বোধ্য তেমনি মান বন্টন করতে গিয়ে উসুলে তাফসিরের কথাটি সদাশয় পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারীগণ যেন বেমালুম ভুলে গেছেন। তাই ছাত্রদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে আছে কি নেই।

তৃতীয়তঃ ইতিহাস পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে পাঠ্যসূচী বিশেষজ্ঞগণ মনে হয় আমাদের ইতিহাসে মাস্টার ডিগ্রী দিয়ে বিদায় করতে চেয়েছেন ফাজিল শ্রেণীতে পড়া অবস্থায়। অন্যথায় এত দীর্ঘ পাঠ্যসূচী ফাজেলের অন্যান্য পুস্তকের সাথে তারা কেমন করে নির্ধারণ করলেন জানি না। এর দ্বারা নকল উচ্ছেদের পরিবর্তে নকলের জন্য কি বাধ্য করা হবে না? চতুর্থতঃ আরবী সাহিত্যেও ছাত্রদের কম বিভ্রাটে পড়তে হয়নি। কেননা বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যে যেখানে বড় প্রশ্ন লিখতে হয় একটি, সেখানে আরবী সাহিত্যেই শুধু বড় প্রশ্ন লিখতে হবে তিন তিনটি করে মোট ছয়টি। তাছাড়া ২০% মার্ক বাংলায় লিখতে হবে অথচ মান বন্টনে উল্লেখ করা হয়নি তা কোনগুলো হবে। গত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর প্রশ্নের হার করা হয়েছে কোনটায় দ্বিগুণ আবার কোনটায় ত্রিগুণ। অথচ পরীক্ষার সময় সেই তিন ঘন্টাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি একবারও এ বিষয় ভেবে দেখেছেন?

—মোঃ সাইফুদ্দীন আবু বকর সিদ্দিক
ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাসা,
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।